

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২৬৬

১/ বিবিধ

আরবী

كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها جعل في يده خيطا ليذكرها
باطل

رواه ابن عدي (172 / 1) وابن سعد (286 / 1) والحاتر بن أبي أسامة في " مسنده " (17 - من زوائده) ، وأبو الحسن الآبنوسي في " الفوائد " (26 / 2) عن سالم بن عبد الأعلى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا

وقال ابن عدي: سالم معروف بهذا الحديث، وأنكر عليه ابن معين وغيره

وذكره السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن سعد والحكيم عن ابن عمر فتعقبه شارحه المناوي بقوله: رواه أبو يعلى، قال الزركشي: فيه سالم بن عبد الأعلى قال فيه ابن حبان: وضاع، وقال ابن أبي حاتم: حديث باطل، وقال ابن شاهين في " الناسخ ": أحاديثه منكورة، وقال المصنف في " الدرر ": قال أبو حاتم: حديث باطل، وقال ابن شاهين: منكر لا يصح

قلت: وقول أبي حاتم رواه عنه ابنه في " العلل " (252 / 2) قال: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن يعلى السلمي قال: حدثنا سالم بن عبد الأعلى أبو الفيض عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت: فذكره، قال أبي: هذا حديث باطل قلت: فما حال سالم؟ قال: ضعيف الحديث، وهذا من سالم

وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (2 / 1 / 186) : سالم قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، قلت: وتمام كلام ابن معين في " تاريخه " (ق 86 / 2) : وهو الذي يروي

عن نافع عن ابن عمر، فذكر هذا الحديث، ثم قال ابن أبي حاتم: وقال أبي: متروك الحديث، وقال ابن طاهر في "التذكرة": يضع الحديث على "الثقات" وتبع في ذلك ابن حبان، وقال الحاكم والنقاش

روى عن نافع أحاديث موضوعة كذا في اللسان

قلت: وهذا من روايته عن نافع، وقد رواه الخطيب (11 / 85) من هذا الوجه، وكذا الدارقطني، ومن طريقه أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (3 / 73) وقد ذكره فيه من ثلاثة طرق
الأول: هذا

الثاني: من طريق أبي عمرو بشر بن إبراهيم الأنصاري حدثنا الأوزاعي عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعا نحوه رواه الدارقطني وكذا ابن عساكر في "تاريخه" (3 / 10 / 1 - المصورة عن الأزهرية)

قال ابن الجوزي: تفرد به بشر وهو يضع الحديث

قلت: وقد ذكر الذهبي في ترجمته أن هذا الحديث من مصائبه! وأخرج له ابن عدي في "الكامل" (33 / 2) أحاديث منها هذا ثم قال: وهذه الأحاديث عن الأوزاعي وغيره لا يرونها عنه غير بشر وهي بواطيل وضعها عليهم، وكذلك سائر أحاديثه التي لم أذكرها موضوعات عن كل من روى عنهم

الثالث: من طريق غياث بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن رافع بن خديج مرفوعا نحوه، قال الدارقطني: تفرد به غياث وهو متروك

قلت: وهو متهم بالوضع كما سبق، وقد ذكر السيوطي في "الآلئ" (2 / 180) للحديث طريقا رابعا من رواية الطبراني في "الكبير" (رقم 4431) من طريق بقية ابن الوليد حدثنا أبو عبد الرحمن مولى بنى تميم عن سعيد المقبري عن رافع بن خديج به، وسكت عليه، وليس بجيد فإن بقية إذا روى عن المجهولين ليس بشيء كما قال ابن معين والعجلي، وهذه الرواية من هذا الصنف فإن أبا عبد الرحمن هذا من شيوخ بقية

الذين لا يعرفون كما في اللسان

ثم وجدت له طريقا خامسا عن ابن عمر، أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في " المعجم " (110 / 1) قال: أنبأنا إبراهيم يعني ابن فهد أنبأنا بشر بن عبيد الله الدارسي، أنبأنا عيسى بن شعيب عن يحيى بن أبي الفرات عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا

بشر هذا أورده السمعاني في الدارسي، فقال: والمشهور بهذه النسبة أبو علي بشر بن عبيد الله الدارسي من أهل البصرة ويقال له: المدارسي أيضا هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان، يروي عن حماد بن سلمة والبصريين، روى عنه يعقوب بن سفيان الفارسي قلت: الذي ي " ثقات ابن حبان " (8 / 142) : الدارس مكان الدارسي، وكذلك هو في " ترتيب الثقات " (1 / 51 / 1)

ونحوه في " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (1 / 1 / 362) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما ابن عدي فقال: منكر الحديث عن الأئمة وفيه نظر بينته في " تيسير الانتفاع "

ويحيى بن أبي الفرات لم أعرفه وعيسى بن شعيب فيه ضعف، فأحدهما هو آفة هذا الطريق والله أعلم

وقد روي ما يخالف هذا الحديث وهو الآتي

বাংলা

২৬৬। তিনি যখন কোন প্রয়োজনীয়তাকে ভুলে যাবার আশংকা করতেন, তখন তার হাতে একটি সুতা রেখে দিতেন (বেঁধে দিতেন), যাতে করে তা স্মরণ করতে পারেন।

হাদীসটি বাতিল।

এটি ইবনু আদী (১/১৭২), ইবনু সা'দ (১/২৮৬), হারিস ইবনু আবু উসামা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে এবং আবুল হাসান আল-আবনুসী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৬) সালেম ইবনু আবদিল 'আলা হতে ... বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেনঃ সালেম এ হাদীসটির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ, ইবনু মাজিন ও অন্যান্য তার উপরে এটিকে হাদীস হিসাবে ইনকার (অস্বীকার) করেছেন। সুযুতী "জামেউস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু সাদের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

মানবী তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ এটি আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। যারাকশী বলেনঃ এটির সনদে সালাম ইবনু আবদিল 'আলা রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি জালকারী। ইবনু আবী হাতিম বলেনঃ হাদীসটি বাতিল।

ইবনু শাহীন “আন-নাসিখ” গ্রন্থে বলেনঃ তার সব হাদীসই মুনকার। মুসান্নেফ (সুযুতী) “আদ-দুরার” গ্রন্থে বলেনঃ আবু হাতিম বলেছেনঃ হাদীসটি বাতিল। ইবনু শাহীন বলেছেনঃ এটি মুনকার, সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইবনু আবী হাতিম তার “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/২৫২) বলেনঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ... তিনি উত্তরে বলেনঃ এ হাদীসটি বাতিল। আমি সালামের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল এবং এটি সালাম হতেই বর্ণিত।

ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহ ওয়াত তা'দীল” গ্রন্থে (২/১/১৮৬) বলেনঃ সালাম সম্পর্কে ইবনু মাজীন বলেছেনঃ তার হাদীসটি কিছুই না। ইবনু আবী হাতিম আরো বলেনঃ আমার পিতা বলেছেনঃ তিনি মাতরু কুল হাদীস।

আবু তাহের “আত-তায়কিরাত” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। ইবনু হিব্বানও তার কথার অনুসরণ করেছেন। হাকিম ও নাক্কাস বলেনঃ তিনি নাফে' হতে জাল হাদীস বর্ণনা করেন। অনুরূপ কথা “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে এসেছে। তার এ বর্ণনাটি নাফে' হতেই।

ইবনুল জাওয়ী “আল-মাওয়া'আত” গ্রন্থে (৩/৭৩) হাদীসটির তিনটি সূত্র উল্লেখ করেছেন।

১। প্রথমটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

২। দ্বিতীয় সূত্রটিতে আবু আমর বিশর ইবনু ইবরাহীম আল-আনসারী রয়েছেন। তিনি আওয়াঈ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটি দারাকুতনী এবং ইবনু আসাকির তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৩/১০/১) বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওয়ী বলেনঃ বিশর এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীস তার মুসীবতগুলোর একটি! ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে তার কতিপয় হাদীস (২/৩৩) বর্ণনা করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেনঃ এ হাদীসগুলো আওয়াঈ এবং অন্যদের থেকে বর্ণনা করা। বিশর ছাড়া অন্য কেউ আওয়াঈ হতে সেগুলো বর্ণনা করেননি। এগুলো বাতিল তিনি তাদের উপর জাল করেছেন। অনুরূপভাবে তার সেই সব হাদীস যেগুলো আমি উল্লেখ করিনি (তাদের থেকে বর্ণনা করা) সেগুলোও বানোয়াট।

৩। তৃতীয়টি গিয়াস ইবনু ইবরাহীম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ গিয়াস এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি মাতরু ক।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি জাল করার দোষে দোষী, যেমনভাবে পূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৮০) তাবারানীর বর্ণনা হতে বাকিয়া ইবনুল ওয়ালীদ থেকে চতুর্থ সূত্র উল্লেখ করেছেন। অতঃপর চুপ থেকেছেন, কিন্তু তার চুপ থাকা সঠিক হয়নি। কারণ বাকিয়া মাজহুল বর্ণনাকারীদের

থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে ইবনু মাজীন ও আজালী বলেছেন। এ বর্ণনাটি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তার শাইখ আবু আব্দির রহমান মাজহুল বর্ণনাকারীদের একজন; যেমনভাবে “আল-লিসান” গ্রন্থে এসেছে।

অতঃপর আমি (আলবানী) আরেকটি সূত্র পেয়েছি, যেটি একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। তাতে বিশর ইবনু ওবায়দিল্লাহ রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেনঃ তিনি আইম্মাদের থেকে বর্ণনাকারী হিসাবে মুনকারল হাদীস।

আরো রয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনু আবী ফুরাত; আমি তাকে চিনি না।

আরো আছেন ঈসা ইবনু শুয়া'য়েব; তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তাদের দু'জনের একজন এ সূত্রটির সমস্যা।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5526>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন